

তিরন্দাজ যোগীন্দ্রনাথ সরকার

গল্পটির মূলভাব

গল্পাংশটি ছোটোদের জন্য লেখা মহাভারতের 'আদিপর্ব' থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পের মূল বিষয় পান্ডু ও কুব্জর সন্তানদের মধ্যকার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক এবং যুধিষ্ঠিরের পারদর্শিতা প্রদর্শন। অস্ত্রবিদ্যার গুরু দ্রোণাচার্য হস্তিনাপুর এলে ভীষ্ম তাঁকে রাজকুমারদের শিক্ষক হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেন। দ্রোণাচার্যও ততোধিক স্নেহ ও সত্নে কুমারদের যুধিষ্ঠিরকে শেখালেন। রাজকুমার অর্জুন তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় হয়ে ওঠেন। এতে কর্ণ ও দুর্যোধনরা পান্ডবদের প্রতি রুষ্ট হন। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অর্জুনের পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ হিসেবে দ্রোণাচার্য তাঁকে 'ব্রহ্মশিরা' অস্ত্র পুরস্কার দেন। এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে রণক্ষেত্রে রাজকুমারদের রণকৌশল প্রদর্শনী করা হলে সবাই যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। অর্জুনের রণকৌশল সর্বাধিক প্রশংসিত হয়। আগ্রহ, চর্চা, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি মানুষকে যেকোনো কঠিন কাজে যে পারদর্শী করে তুলতে পারে, এখানে তা-ই ফুটে উঠেছে।



গল্পটির শিখনফল : গল্পটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারব।
- শিখনফল-২ : শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারব।
- শিখনফল-৩ : শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে শিখব।

লেখক-পরিচিতি

নাম : যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

জন্ম : ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : চব্বিশ পরগনা।

পেশা / কর্মজীবন : শিক্ষক ও প্রকাশক।

সাহিত্য সাধনা : শিশু সাহিত্য : হাসি ও খেলা, খুকুমণির ছড়া, ছবি ও গল্প, রাঙা ছবি, হাসিখুশি, হাসিরাশি, বনে জঙ্গলে, পশুপক্ষী, ছোটোদের মহাভারত।

মৃত্যু : ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।



অনুশীলন



মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, NCTB প্রদত্ত চূড়ান্ত নম্বর বটন অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আনন্দপাঠ অংশ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। মাস্টার ট্রেনার প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিচে সংযোজিত হলো। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রয়োজনগুলো বুঝে প্র্যাকটিস কর।

গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর



বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

- ক. দেবব্রতের নাম কীভাবে ভীষ্ম হয়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- খ. 'তিরন্দাজ' গল্পটির মূল বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর। ৭

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহাভারতের চরিত্র শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর পুত্র হলেন দেবব্রত। মহাভারতে তিনি ভীষ্ম নামেই সমধিক পরিচিত।

একদিন রাজা শান্তনু মৃগয়ায় গিয়ে এক মৎস্যজীবীর পালিতা কন্যা সত্যবতীকে দেখে মোহিত হন এবং তাকে বিয়ে করতে চান।

সত্যবতীর পিতা শান্তনুকে কন্যাদান করতে রাজি হন এই শর্তে যে, সত্যবতীর পুত্র বড় হয়ে রাজ্যভার পাবে। শান্তনু এতে বিমর্ষ হন এবং রাজ্যে ফিরে যান। কিন্তু দেবব্রত বিষয়টি জানতে পারেন এবং তিনি মৎস্যজীবীকে কথা দেন যে, তিনি রাজত্ব দাবি করবেন না। তাতেও সত্যবতীর পিতার চিন্তা দূর হয় না। কারণ, দেবব্রত সিংহাসন দাবি না করলেও, দেবব্রতের সন্তানরা তা দাবি করতে পারে। তখন দেবব্রত পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কোনোদিনও বিবাহ করবেন না। এমন একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলেই পরে তিনি ভীষ্ম হিসেবে পরিচিত হন।

শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞানে, রাজনীতিতে; দৃঢ়তা ও ধর্ম-সংযমে ভীষ্মের তা মহাপুরুষ জগতে বিরল।

খ. যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'তিরন্দাজ' গল্পটি ছোটোদের জন্য লেখা মহাভারতের 'আদিপর্ব' থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে পাণ্ডু ও কুরুর সন্তানদের মধ্যকার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্পর্ক এবং যুধিষ্ঠিরের পারদর্শিতা প্রদর্শনের ঘটনা স্থান পেয়েছে।

'তিরন্দাজ' গল্পটি মহাভারতের অন্যতম চরিত্র কৌরব ও পাণ্ডবদের বীরত্ব ও প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক নিয়ে রচিত। দিল্লির হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর বংশধর এই কৌরব ও পাণ্ডবগণ। আদিকাল থেকেই রাজা শান্তনুর বংশধরদের মধ্যে রাজত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। অশ্ব ছিলেন বলে ধৃতরাষ্ট্র পিতার সিংহাসনে বসতে পারেননি। ফলে তার পুত্রও সিংহাসনলাভ করতে পারবে না। সিংহাসনের উত্তরাধিকার হন পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির। ফলে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক তৈরি হয়। কৌরবরা পাণ্ডবদের সাথে ভালো আচরণ করত না। তবে তাদের পিতামহ ভীষ্ম উভয়দেই মেহ করতেন। তিনি চেয়েছিলেন অস্ত্রবিদ্যার গুরু দ্রোণাচার্যের হাতে তাদের অস্ত্রশিক্ষা দেবেন। দ্রোণাচার্যও তাদেরকে সানন্দে অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে লাগলেন। দেখা গেল প্রত্যেকেই অস্ত্রচালনায় বিশেষ জ্ঞানার্জন করে। তাদের মধ্যে অর্জুন দ্রোণাচার্যের কাছে সর্বাধিক প্রিয় হয়ে ওঠেন তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের গুণে। তার অস্ত্রশিক্ষার পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্য তাকে 'ব্রহ্মশিরা' নামের একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র উপহার দেন। দ্রোণাচার্য কৌরব ও পাণ্ডবদের রণকৌশলে পারদর্শিতা পরীক্ষার জন্য রণক্ষেত্রের আয়োজন করেন। এতে সবাই প্রত্যেকের যুধিষ্ঠির দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। অর্জুন সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হন।

'তিরন্দাজ' গল্পটিতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে একটি রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক, তাদের শ্রম ও আগ্রহের ফলে প্রাপ্ত পুরস্কার, গুরু-শিষ্যের মধ্যকার মেহ-ভালোবাসা ও বিশ্বাসের এক মেলবন্ধন। নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকের নির্দেশনাবলি পালন করলে যে সুফল পাওয়া যায় তা অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শিতা থেকেই অনুমেয়। অর্জুনের অক্লান্ত শ্রম ও চর্চা তাকে শ্রেষ্ঠ তিরন্দাজে পরিণত করে। সেই সাথে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসারও নিদর্শন 'তিরন্দাজ' গল্পটি। দ্রোণাচার্য অর্জুনের নিষ্ঠা, দৃঢ় মনোযোগ ও গুরুভক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এজন্যই কুমিরের আক্রমণে তিনি ভীত হননি, নিজে বাঁচারও চেষ্টা করেননি। তিনি জানতেন অর্জুন তাকে ঠিক বাঁচিয়ে নেবেন। গুরু-শিষ্যের এই অপূর্ব মেহ-ভালোবাসা ও বিশ্বাসের মেলবন্ধন গল্পটিকে একটি উচ্চ মাত্রা দান করেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

- ক. কৌরব ও পাণ্ডবদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধর। ৩
খ. অর্জুন কীভাবে দ্রোণাচার্যের মন জয় করেছিলেন? 'তিরন্দাজ' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহাভারতের দুটি বিখ্যাত বংশধর কৌরব ও পাণ্ডব। তারা একই বংশের হলেও রাজত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের সূত্রপাত হয় এবং রাজত্বের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব আলাদা হয়ে যায়।

দিল্লির হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন শান্তনু। তিনি মৎস্যকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। তাদের ঘরে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুটি পুত্রসন্তান হয়। বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা। অম্বিকার গর্ভজাত সন্তান ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু। জন্মান্থ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভার নিতে পারেননি। অন্যদিকে ছোট হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই পাণ্ডু ও কুন্তীর পাঁচ ছেলে

যাদেরকে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে ডাকা হয়। তারা হলেন যথাক্রমে— যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত ছেলে তার দুঃসলা নামে এক মেয়ে ছিল। পাণ্ডু কুরুবংশের হলেও তার ছেলেদেরকে 'পাণ্ডব' বলে ডাকত এবং ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা হতো 'কৌরব'।

মহাভারতের 'কৌরব' ও 'পাণ্ডব'রা আসলে একই রাজবংশের। ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে তারা আলাদা রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

খ. মহাভারতে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে পরিচিত পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়জন ছিলেন অর্জুন। অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর অস্ত্রশিক্ষার গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে থেকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন সততা, নিষ্ঠা, আগ্রহ ও গুরুভক্তির মাধ্যমে।

কৌরব ও পাণ্ডবদের পিতামহ ভীষ্ম ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী করে তোলার জন্য ভরদ্বাজ মুনিপুত্র দ্রোণাচার্যের ওপর ভার দেন। দ্রোণাচার্য সানন্দে তাদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে থাকেন। তাদের মধ্যে অর্জুন দ্রোণাচার্যের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অর্জুন ছিলেন প্রচণ্ড মনোযোগী, আগ্রহী এবং গুরুভক্ত। দ্রোণাচার্য তাদেরকে বলেন— "আমি তোমাদের এমনভাবে অস্ত্র শিক্ষা দেব যে, সবারই তাক লেগে যাবে। শেষে কিন্তু আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।" একথা শুনে সবাই চুপ থাকলেও অর্জুন বলে উঠলেন যে তিনি তার গুরুর আদেশ কখনই অমান্য করবেন না। অর্জুনের কথায় দ্রোণাচার্য অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতে থাকেন। তাদের অস্ত্রশিক্ষার কতটুকু উন্নতি হলো তা দেখার জন্য দ্রোণাচার্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি সবাইকে একটি পাখির চোখের লক্ষ্যভেদ করতে বলেন। দ্রোণাচার্য সবাইকে জিজ্ঞেস করেন তারা কে কী দেখতে পাচ্ছে। কেউই আশানুরূপ উত্তর দিতে পারেননি। একমাত্র অর্জুন মনোযোগ ও লক্ষ্য ঠিক রাখতে পেরেছেন যা দ্রোণাচার্যকে মুগ্ধ করে। আবার কুমিরের হাত থেকেও অর্জুন সাহসিকতার সাথে দ্রোণাচার্যকে বাঁচান। অর্জুনের কাজে খুশি হয়ে তিনি অর্জুনকে অতি শক্তিশালী 'ব্রহ্মশিরা' অস্ত্র উপহার দেন।

দ্রোণাচার্যের অতি মেহের ও পছন্দের শিষ্য ছিলেন অর্জুন। অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার ক্ষমতা ও কৌশল প্রায় প্রাবাদিক পর্যায়ে পৌঁছে দেন তিনি। অর্জুন এই বিদ্যা শিখেছিলেন প্রচণ্ড আগ্রহ, পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে। দ্রোণাচার্যের সব পরীক্ষাতেই অর্জুন উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন। অর্জুনের প্রবল ইচ্ছা, আগ্রহ ও গুরুর প্রতি ভক্তি তাকে উচ্চতম স্থানে জায়গা করে দেয়। দ্রোণাচার্য তাঁর যুধিষ্ঠিরকৌশল, তীব্র মনোযোগ, আগ্রহ ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধায় খুবই প্রীত হন। এভাবেই অর্জুন দ্রোণাচার্যের মন জয় করে নিয়েছিলেন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

- ক. ভীষ্ম কার ওপর ছেলেদের অস্ত্র শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন? কেন দিয়েছিলেন? দ্রোণাচার্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. কীভাবে অর্জুনের জয়ধ্বনিতে চারদিক ভরে উঠল? 'তিরন্দাজ' গল্পের আলোকে অর্জুনের বীরত্বের পরিচয় তুলে ধর। ৭

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের ওপর ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দিয়েছিলেন। এই অস্ত্রগুরু মহাভারতের যুগের আধুনিক সামরিক কলাকৌশল, ব্যূহ রচনা, দিব্যাস্ত্র প্রভৃতিতে খুবই দক্ষ ছিলেন।

দ্রোণ যিনি দ্রোণাচার্য নামে পরিচিত, তিনি হলেন মহাভারতে বর্ণিত অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র এবং ঋষি

অগ্নিরসের বংশজ। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এমনকি ভয়ংকর দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহারও তিনি জানতেন। রাজা ভরতের উত্তরাধিকার অনুসারে, একজন যোগ্য ব্যক্তিকে রাজকীয় রীতি মেনে হস্তিনাপুরের রাজা হতে হবে। তাই ভীষ্ম একজন যোগ্য উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য অস্ত্রশিক্ষার গুরু দ্রোণাচার্যকে কৌরব ও পাণ্ডবদের রণকৌশল শেখানোর কাজে নিযুক্ত করতে চান। কিছুদিন পর দ্রোণাচার্য নিজেই হস্তিনাপুরে এলে ভীষ্ম তাঁকে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার দায়িত্ব দেন যাতে তারা রাজ্যভার নেওয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠেন।

দ্রোণাচার্য ছিলেন এক আশ্চর্য প্রতিভাধর অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী চরিত্র। তাঁর পারদর্শিতা সম্পর্কে ভীষ্ম অবগত ছিলেন। রাজ্যের জন্য যোগ্য উত্তরাধিকার পেতে চাইলে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষা খুবই জরুরি। এসব বিবেচনা করেই ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষার গুরুভার দিয়েছিলেন।

খ মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুন। তিনি ছিলেন ভীষণ দক্ষ ধনুর্বিদ যার অস্ত্র চালনায় কোনো সমকক্ষ ছিল না। শৈশব থেকেই অর্জুনের দক্ষতা ও বীরত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন পাণ্ডবদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান।

অর্জুনের চরিত্র মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ তীরন্দাজিতে। তার অস্ত্রবিদ্যার গুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য। হস্তিনাপুরের যোগ্য উত্তরসূরি নির্বাচন করার জন্য ভীষ্ম কৌরব ও পাণ্ডবদেরকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে নিয়োগ করেন। দ্রোণাচার্য তাদেরকে স্নেহ ও সতর্কতায় যুদ্ধবিদ্যা শেখান। তাদের মধ্যে অর্জুন তার বিশেষ গুণে দ্রোণাচার্যকে মুগ্ধ করেন। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় অর্জুনের পারদর্শিতা অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। তাদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি কতটুকু হলো তা দেখার জন্য দ্রোণাচার্য একটি রণকৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এতে সবাই তাদের যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে। কিন্তু অর্জুনের রণকৌশল সর্বাধিক প্রশংসিত হয়। যেমন বীরের ন্যায় তার চেহারা, তেমনই তার হাতের কায়দা। তিনি অগ্নিবাণে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে তা আবার বরুণবাণে নিভিয়ে দেন। এক বাণে আকাশে বায়ু ও মেঘ সৃষ্টি করেন, এক বাণে বিশাল পর্বত সৃষ্টি করেন, আবার এক বাণে নিজেই ভূমিতে প্রবেশ করে পরমুহূর্তেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার বাণে কখনো রৌদ্র, কখনো মেঘ, আবার কখনো বৃষ্টি— যেন কোনো বাজিকরের ডেলকি চলছে! এসব দেখে লোকের চোখে যে ধাঁধা লেগে যায়। আবার শেষে অর্জুন এক বাণে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলেন যে, কেউ আর তাকে দেখতে পেল না। এমন আশ্চর্য ধনুর্বিদ্যা দেখে অর্জুনের জয়ধ্বনিতে চারিদিকে ভরে উঠেছিল।

তিরন্দাজিতে আশ্চর্য জ্ঞানসম্পন্ন অর্জুন দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফসল। অর্জুন একদিকে যেমন অসাধারণ যোদ্ধা, অন্যদিকে তেমনই নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন একজন মানুষ। গুরুর প্রতি অসামান্য ভক্তি ও পরম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৪

- ক. অর্জুনকে কারা হিংসা করত? কেন করত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- খ. মানুষকে যেকোনো কঠিন কাজে পারদর্শী করে তুলতে আগ্রহ, চর্চা ও গুরুভক্তি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা 'তিরন্দাজ' গল্পের আলোকে তুলে ধর। ৭

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্জুনকে কৌরবরা হিংসা করত। অর্জুন নির্ভার মধ্য দিয়ে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠায় দ্রোণাচার্য তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এসব দেখেই কৌরবরা অর্জুনকে সহ্য করতে পারত না।

কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার গুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য। হস্তিনাপুরের যোগ্য রাজাকে নির্বাচন করার জন্য ভীষ্ম অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে ভার দেন ছেলেদের শিক্ষার জন্য। দ্রোণাচার্য তাদেরকে পরম যত্ন ও স্নেহে যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে থাকেন। তাদের মধ্যে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার কৌশল ছিল অসাধারণ। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনের রণকৌশল ও নৈতিক, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্রোণাচার্যকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। তিনি অর্জুনকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। এসব দেখে কৌরবপুত্ররা অর্জুনকে সহ্য করতে পারত না। অর্জুন ছিলেন অসাধারণ তীরন্দাজ। কৌরবরা যারা পাণ্ডবদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাদের জন্য অর্জুনের বীরত্ব ও খ্যাতি ছিল একটি হুমকি। কৌরবরা অর্জুনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাদের ক্ষমতা ও রাজত্বের জন্য বিপজ্জনক মনে করত। কৌরবরা পাণ্ডবদের প্রতি স্বভাবতই শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত। তার ওপর অর্জুনের রণকৌশলে বিশেষ পারদর্শিতা এবং দ্রোণাচার্যের অত্যধিক স্নেহ কৌরবদের হিংসাকে আরও প্রখর করে তুলেছিল।

খ মানুষকে যেকোনো কঠিন কাজে পারদর্শী করে তুলতে আগ্রহ, চর্চা ও গুরুভক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর সমন্বয়ে একজন মানুষ উন্নতির পথে ধাবিত হতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

আগ্রহ, চর্চা ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন একজন মানুষের জীবনে উন্নতির পাথেয় হিসেবে কাজ করে। আগ্রহ মানুষকে কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে। আগ্রহী মানুষ কাজে বিশেষ মনোযোগী হন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হন। 'তিরন্দাজ' গল্পে দেখা যায় কৌরব ও পাণ্ডবরা নির্ভার সাথে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে। তবে অর্জুন তার লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ মনোযোগী হন। ফলে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে ভালো তীরন্দাজ। দ্রোণাচার্য যখন তাদের লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা পরীক্ষা করছিলেন, তখন অর্জুনকেই তিনি সবচেয়ে মনোযোগী ধনুর্বিদ হিসেবে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। অর্জুনের এই বিশেষ পারদর্শিতার পেছনে চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে চর্চা বা অনুশীলন অপরিহার্য অংশ। সেই সাথে প্রয়োজন একজন ভালো শিক্ষক বা গুরু। গুরু বা শিক্ষককে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন ছাত্র তার ভুল ঠিক করে সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে। নতুন কিছু শিখতে পারে। গুরুভক্তি শুধু শিষ্যের মধ্যে শেখার আগ্রহকেই শক্তিশালী করে না, বরং তাকে সঠিক পথেও পরিচালিত করে। 'তিরন্দাজ' গল্পটিতেও দেখা যায়, দ্রোণাচার্যের সঠিক দিকনির্দেশনায় কৌরব ও পাণ্ডবরা অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে অর্জুন তার গুরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। শিক্ষকের প্রতিটি নির্দেশনা প্রবল আগ্রহের সাথে মেনে সকল শিক্ষা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেন, যা রণকৌশল প্রদর্শনীতে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে।

সর্বোপরি, আগ্রহ, চর্চা, গুরুভক্তি একত্রিতভাবে একজন মানুষকে যেকোনো ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তুলতে সাহায্য করে। কেননা, এগুলো শেখার ক্ষেত্রে তাকে অনুপ্রাণিত করে, কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহ দেয় এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। 'তিরন্দাজ' গল্পটিতেও দেখা যায়, আগ্রহ, চর্চা, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষায় অতুলনীয় করে তোলে। বিশেষ করে অর্জুন হয়ে ওঠেন তিরন্দাজ এবং মানবিক গুণসম্পন্ন একজন পরিপূর্ণ বীর।